তুলির টানে

চৈতী চ্যাটার্জী

BANGLADARSHAN.COM

সূচিপত্র

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
অভিনব প্রেম	৩
এক মুঠো শ্বাস	৪
মেঘলা শৈশব	৬
দুশ্চরিত্রা	৭
অসম ভাবনা	৮
একটি অভিশাপ	১০
অভিমানের রোদ	১২
হারানো আবেগ	১৩
পাগল প্রেমিক	১৪
অপার্থিব কাব্য হবো	১৬
বিবেক	১৮
সোহাগী আয়না ভালোবাসা পায়না	২০
শ্যামার আবাহন	২২
আলোয় ফেরা	২৩
লক্ষ্মী বন্দনা	২৪
স্বপ্নের প্রেমিক	২৫
অব্যক্ত জিজ্ঞাসা	২৬
অলীক বন্দনা	২৮
পূজার আমেজ	৩০
স্বপ্ন দেখি	৩৩
অতৃপ্ত শৈশব	৩৪
অন্ত্যমিল নেই	৩৬
মনের আবডালে	৩৮
ভালোবাসার প্রতীক্ষা	৪০
অবাঞ্ছিতা	৪২
রঙহীন আমি	৪৩
সমকক্ষ	৪৫
অপেক্ষার প্রহর	৪৭
অপূর্ণ ইতি	৪৯
অবহেলা	৫১

BANGLADARSHAN.COM

অভিনব প্রেম

সবাই শুধু শরীর ছুঁলো মন
ছুঁলো না কেউ,
ভালোবাসার আসল মানে
বুঝলো নাতো কেউ।
হাজার দামি উপহারে
মন ভরালো কেউ,
মনের ভিতর নরম হৃদয়
খুঁজলো নাতো কেউ।
কফিহাউসে বা শপিং মলে
আলো আধারির ভিড়ে,
কম দামি ভালোবাসাটা
গুমরে গুমরে মরে।
আজও ভীষণ দোলাচলে
অপ্রস্তুত এই মনটা,
সর্বক্ষণই গুলিয়ে ফেলে
ভালোবাসার সংজ্ঞাটা।
টালির ঘরে সুখ আছে,
নাকি দালান ঘরেই সুখ?
কোনটা আসল ভালোবাসা
নাকি সবটাই মনের অসুখ?

BANGLADARSHAN.COM

এক মুঠো শ্বাস

অদ্ভুত এক বন্ধন
সব দায়িত্বই একা আমার?
মাথা জুড়ে সিঁদুর
আমায় কেনো পড়তে হবে?
হাতে সখের চুড়ি থাকুক
বা নাই বা থাকুক,
বেড়ির মতন হাত জোড়া মোর
শাঁখা নোয়া বইতে হবে।
মুখে মানাক নাই বা মানাক
নাকছাঁবিটা পরতে হবে,
শাড়ি আমায় পরতে হবে,
ঘোমটা তে মুখ ঢাকতে হবে।
শখের জিন্স ও ছাড়তে হবে।
বাচ্চা মানুষ করতে হবে,
সংসার তো আমার নিজের
তা তো সামলাতেই হবে।
নিজের লোকের জন্য আমায়
রান্নাটা boss করতেই হবে।
বাড়ির বউ বলে কথা,
জুতো সেলাই To চন্ডীপাঠ
সবটাই আমায় জানতে হবে।
পতি সেবাও করতে হবে,
সেক্সি আমায় লাগতে হবে,
নাহলেই আমার স্বামী
অন্য ঠোঁটে ঠোঁট ডোবাবে।
ঘরে আমায় থাকতে হবে
বন্ধুহীনা বাঁচতে হবে,

BANGLADARSHAN.COM

আমার ইচ্ছে না হলেও
রাত সোহাগে মিশতে হবে।
প্রথম মেয়ের জন্ম দিলে
পরেরবার ছেলে হতেই হবে,
নিজের শখ সাধ সবটা আমায়
জলাঞ্জলি দিতেই হবে।
এতোকিছুর পরেও ভালো বউয়ের
তকমা টা অধরা রয়েই যাবে।
বন্ধন কি শুধুই আমার;
যখন আমি শুধুই অধিকার।
দায় কি আমার বয়ে বেড়াবার?
আমার মনের খবর, মনখারাপের খবর
সবটা যখন শুধুই আমার।
তোকে আমার প্রয়োজন কি?
সম্পর্কহীন সম্পর্ক কে
টিকিয়ে রেখে লাভ টা কি?
মিথ্যে খেলনাবাটির খেলাঘরে
মনটা ভীষণ হাঁপিয়ে মরে।
মানুষটাই না থাকলে পাশে
নামের পাশের পদবীটায়
সত্যি কি কিছু যায় আসে?
বিশ্বাস কর রাগ করে নয়
বলছি ভীষণ মন খুলে।
ভালোই আছি, তুই ভালো থাক
চাইছি ভীষণ প্রাণ ঢেলে।
সত্যি বলছি বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চাই,
নিজের জীবন নিজের মতন
বাঁচতে এবার চাই।

BANGLADARSHAN.COM

মেঘলা শৈশব

ভিখারীনি মায়ের কোলে জন্মেছে এক শিশু,
পথের ধুলোয় উঠছে বেড়ে পথের মানব যিশু।
বাবার নামটা চিরকালই থেকে যাবে অজ্ঞাত,
জীবন এদের শেখায়নি কখনোই হতে সংযত,
এমন মিষ্টি হাসি আর মন ভোলানো রূপ,
রাস্তাঘাটে সকলেরই মুখের কথা চুপ।
মা নিজেই অভুক্ত, স্তনসুধা তাই পাওয়াই দায়,
এঁটোকাটা খেয়েই তাই তার দিব্যি দিন চলে যায়।
ভোর হওয়ার সাথে সাথেই ঘুম কাটাতে হয়,
সারাটাদিন ভিক্ষা করেই পেট চালাতে হয়।
ভগবানের কেমন খেলা অবাক হয়ে ভাবি,
বাঁজা মায়ের হাজার ডাকেও পূরণ হয়নি দাবি।
অট্টালিকার যেই নারীর আজও কোল শূন্য,
হাজার ঐশ্বর্য্যও পারেনি তার জীবন করতে পূর্ণ।
অথচ পথের পরে অবহেলায় জন্মাচ্ছে দেবশিশু,
বিনা যত্নেতে উঠছে বেড়ে অনাকাঙ্ক্ষিত যিশু।
উলঙ্গ তো শিশুটি নয় উলঙ্গ আজ মানবতা,
সত্যি কি পথের শিশুরা পাবে কোনোদিন বাঁচার স্বাধীনতা?
ভগবানের নাকি অসীম ক্ষমতা মহিমা অপার,
চোখের জল মোছার তার সত্যি কি নেই অধিকার?
জানিনা কোনোদিন পথের শিশুরা পাবে কিনা কোনো মান,
সেইদিন হয়তো জিতে যাবে নর মানবতা পাবে সম্মান।

BANGLADARSHAN.COM

দুশ্চরিত্রা

অবিশ্বাসের শেষ বেলাতে চরিত্রে আজ লাগলো দাগ,
আমি আজ কলঙ্কিনি মিথ্যা হলো সব সোহাগ।
ভালোবাসা শব্দতে আজ বারুদের সুবাস,
দোমরানো ভালোবাসা নিচ্ছে অন্তিম শ্বাস।
আঘাতের তীব্রতায় চুয়ে পরা রক্ত,
অহরহ ব্যাথাতে হৃদয়ও যে সিক্ত।
সকলের অভিযোগ মাথা পেতে শুনি,
চুপটি করে আজ শুধু মৃত্যুর প্রহর গুনি।
তুলির আঁচড়ে যাকে দেবী রূপ দিয়েছিলি,
কালির প্রলেপে তাকে ‘মেয়েছেলে’ করে দিলি।
অযাচিত ধর্ষণে শরীরটা ক্ষয়ে যেতো,
হয়তো বা বেঁচে যেতো মনটা।
কিজানি মোহের বশে সহবাসে সুখ খুঁজে,
ধর্ষিত আজ এই মনটা।
দুঃশ্চরিত্রার তকমাতে আজ হয়েছি নীলকণ্ঠ,
ভালোবাসার বিষ পাণ করেছি আকণ্ঠ।
চেয়ে দেখ চারিদিকে আজ ভালোবাসা পোড়া ছাই,
মন থেকে সত্যি তোর মহারানির মৃত্যু আমি চাই।

BANGLADARSHAN.COM

অসম ভাবনা

নারীই কেবল নষ্ট হয়
হাজার বেষ্টনীতে পিষ্ট হয়,
পুরুষ হাতের পুতুল হয়েও
দিনের শেষে দুঃশ্চরিত্রা তকমা পায়।
দৃষ্টি দিলো পুরুষ সিংহ
নষ্ট হল নারী শরীর,
হাত ছোঁয়ালো পুরুষ বীর
ধর্ষিতা সেই নারী শরীর।
আলু কুমড়ো উচ্ছে বেগুন
যেমন ভাবে নষ্ট হয়,
নারী দেহও সস্তা ভীষণ
তাইতো খালি নষ্ট হয়।
পুরুষ মানুষ বড্ড দামি
সোনা কিম্বা হীরার সমান,
ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো
নারীর আবার কিসের মান?
সবজি কিম্বা মাছ মাংস
যেমন বিকোয় পরখ করে,
ঠিক সেভাবেই নারীরও পরখ
ফরসা কিম্বা কালোর দরে।
"নিজের মা", নিজের মেয়ে'
আর নিজের অধিকারের বৌ,
বাকী সব মেয়ে 'দারুন মাল'
মেয়ে দেখলেই খালি ঘেউ ঘেউ।
এতোকিছুর পরেও শুধু
নারীই কেবল নষ্ট হয়,
এই সমাজের পরিস্থিতি

BANGLADARSHAN.COM

দেখলে শুধুই কষ্ট হয়।
নারী লোভী হাতের ছোঁয়া
ছড়িয়ে আছে জগৎময়,
নারী বিহীন পৃথিবীটা আজ
দেখতে বড়ই ইচ্ছা হয়।

BANGLADARSHAN.COM

একটি অভিশাপ

জন্মের আগে আমার জন্যও ছিল একরাশ প্রত্যাশা,
বোঝেনি তখন আমি হব তাদের চরম হতাশা।
আমার জন্য হাজার মন্দিরে হয়েছিল অনেক দোয়া,
জন্মের পর সেসব বেমালুম সব ধোঁয়া।
জন্মের আগে প্রতিদিন রাতে যেই হাত আগলালো,
জন্মের পর সেই হাত আর কখনও বাসেনি ভালো,
আমি মেয়ে নই, না আমি কোনো ছেলে,
বৃহন্নলার লকেট ঝোলে আমার অভিশপ্ত গলে।
সমাজে কলঙ্ক আমি বাড়িতে রাখা দায়,
তাইতো রাতের আধারেই চুপিসারে বাড়ির পাপ বিদায়।
কেউ কোনোদিন দেয়নি বলে আমার কোথায় দোষ,
কোন পাপের শাস্তি স্বরূপ আমার ওপর রোষ।
ছোট্ট থেকেই পর ই আমার নিজের মানুষ হলো,
আমার নিজের বাবামাই তো দূরে ঠেলে দিলো।
মায়ের আদর বাবার স্নেহ পাইনি কিছুই আমি,
আদর পাওয়ার তরে তাইতো আমার বড্ড হ্যাংলামি।
এখন আমি আর ছোট নেই, হয়েছি স্কুলের দিদিমনি,
সবার মাথায় ছুঁয়ে দেই স্নেহের পরশমনি।
মায়ের মতই মাথার ওপর ছিলেন মাসিমনি,
তাইতো আমি অন্ধকারের অতলে চলে যাইনি।
আজও আমি বাবামায়ের সব খবরই রাখি,
হঠাৎ ভীষণ ইচ্ছে হলে দূর হতে শুধু দেখি।
আমার মতন সন্তানের ভালোবাসার অধিকার তো নেই,
তাইতো শুধু পয়সা দিয়েই কর্তব্য মেটাই।
ভালোবাসাহীন বন্ধনহীন গোটা জীবনের ভার,
বয়ে চলি নিরন্তর দুঃখের পাহাড়।

BANGLADARSHAN.COM

মৃত্যুর পরে একফোঁটা জল কেউ এসে ফেলবেনা,
হৃদয় মুচড়ে যন্ত্রণার ঝড় কারো বুকে উঠবে না।
এভাবেই একরা শ্বাসরোধী জীবের প্রাণবায়ু নিভে যাবে,
অতৃপ্ত প্রাণটা হয়তো সত্যি মরে গিয়ে বেঁচে যাবে।
লাভ কি বলো বেঁচে সেইতো লোকের চোখে হেয়ো,
জন্মের পরেই মৃত্যু বোধহয় এরচেয়ে ঢের শ্রেয়।
পরের জন্মে মানুষ না করে বরং কুকুর করো,
শুধু সম্মানের সাথে বাঁচবার অধিকার টা দিও।

BANGLADARSHAN.COM

অভিমানের রোদ

শীতের সূর্য ঠিক যেন এক
লজ্জাবতী নারী,
নববধূর সাজে রোদের
কেবল লুকোচুরি।
আবেশ মাখা ফুলের গন্ধে
মন করে আনচান,
কুয়াশা মাখা মোম আদরে
তোমার অভিমান।
সোনালী রোদে তোমাকে
লাগছে সূর্যস্নাতা পরী,
তোমাকে দেখে হাসনুহানাও
লজ্জা পেলো ভারী।
কেশবতী কন্যার আজ
আগুন রঙের সাজ,
মাঘের শীতে বধূর চোখের
ঘুচেছে সকল লাজ।
মনজমিনের উঠোন জুড়ে
সোহাগ মাখা স্বপ্নচারিনী,
হৃদয় জুড়ে করছো বিরাজ
আমার মনের মহারানি।

BANGLADARSHAN.COM

হারানো আবেগ

আজও আমি খুঁজে দেখি
ভালোবাসা পোড়া ছাই,
সেই ছাইয়ের ভিড়ে আজও আমি
তোর ছোঁয়া পাই।
কেন কাছে ডেকেছিলি
উত্তর পাইনি,
দূরে কেন চলে গেলি
সে জবাবও চাইনি।
হয়তো মনের ভুলে
খুব কাছে এসেছিলি,
হয়তো দুদিনের তরে
মিছে ভালোবেসেছিলি।
আবেগ গুলো খুব সহজে
ঠিকানা বদলেছে,
মন পোড়ানোর যন্ত্রণাতেও
এই মন নিজেকে সামলেছে।
তুই যে আমার নোস
কথাটাই মন বুঝলো না,
দিনের শেষে হাজার কষ্টেও
তোর দোষ তাই খুঁজলো না।
ফুল বিছানা স্বর্গপথে
তুই থাকিস মহা সুখে,
আমিও ঠিক থাকবো বেঁচে
ভালোবাসার এই অসুখে।

BANGLADARSHAN.COM

পাগল প্রেমিক

পাগল আবার মানুষ নাকি
আছে তার কোনো সম্মান?
বেঁচে থাকাটাই প্রহসন তার
অবলা কুকুর সমান।
কি কারণে তার আজ এই পরিণতি
জানতে চায়নি সমাজ,
উটকো ভবঘুরে চড়ে ফেরে ইতিউতি
পেটে খিদে মুখে লাজ।
তার হৃদয় ও ছিল এককালে
ভালোবাসাতে পরিপূর্ণ,
প্রেমিকার আঘাতে মনের অলিগলি
আজ হয়েছে চূর্ণবিচূর্ণ।
সেও তার মহারানিকে নিয়ে
গড়েছিল এক স্বপ্নের খেলাঘর,
ভাগ্যের পরিহাসে ভেঙেছে সেসব
প্রেমিক এখন একাকী যাযাবর।
প্রেমিকা এখন অন্যের গৃহীনি
অনেক রোজগেরে বর,
বরমাল্য আর পড়লোনা প্রেমিক
সাজলোনা কারো বর।
একদিকে সুখ উপচে পড়েছে
সাজানো গোছানো সংসার,
অন্যদিকেতে মৃত্যুর হাতছানি
একরাশ তীব্র হাহাকার।
প্রেমিক আজ পাগল হয়েছে
হেরে গেছে ভালোবাসা,
প্রেমিকা আজ সবটা ভুলেছে

BANGLADARSHAN.COM

নির্জনে কাছে আসা।
পাগলের মন জুড়ে মহারানি
আজও ঘোরাঘুরি করে,
আর কেউ পায়নি স্থান
পাগল প্রেমিকের মনের মন্দিরে।

BANGLADARSHAN.COM

অপার্থিব কাব্য হবো

স্বপ্নের পৃথিবী ছেড়ে যেদিন যাব ঐ
তারার দেশে,
তোমাকে ও সঙ্গে নেব মিলবো মোরা
কবির বেশে।
আমার জন্য না হয় তুমি লিখলে
হাজার কাব্য কথা,
মৃত্যুর পরেও রয়েই যাবে তোমার
আমার প্রেমের গাঁথা।
আমায় নিয়ে পদ্য লেখা নয়তো অত
সহজ কথা,
তোমার উপন্যাসের নায়িকার মন
ভেজানো গোপন ব্যথা।
একরাশ সম্মান আর ভালোবাসার
বাঁধন ছিঁড়ে,
দুজনে বাঁধবো ঘর ঐ স্বপ্ন মাখা
অচিনপুরে।
তোমার আমার সম্পর্ক নাহয় সেথায়
রইল গোপন,
কলম নীরব সাক্ষী হয়ে লিখল নাহয়
মনের কথন।
যদি কবিতায় বৃষ্টি নামাও অঝোর
ধারায় ভিজবো আমি,
বৃষ্টিস্নাতা আমায় তখন নতুন করে
চিনবে তুমি।
যদি কবিতায় তোমার বিরহ ঝরে
শ্রাবণ আমার নামবে চোখে,
সেই শ্রাবণে ভিজিয়ে নিয়ে অবাক

BANGLADARSHAN.COM

হোয়ো আমায় দেখে।
যদি তোমার লেখায় প্রেম জোয়ারের
আগুন ওঠে,
ফাগুন রঙের আবির মেঠে ঠোঁট
ডোবাবো তোমার ঠোঁটে।
তোমার লেখার উৎস হল, কলমের
কবিতা হব,
দিনশেষে আমিই তোমার বেঁচে
থাকার সবটা হব।
আঁধার রাতে তুমি বরং যত্ন করে
সোহাগ দিও,
তুমি তোমার সবটা ভুলে আমার
দুঃখ রাতের কবিই হোয়ো।

BANGLADARSHAN.COM

বিবেক

মনখারাপের বিকেলবেলায়
সবাই যখন ছাদে যায়।
আয়েশ করে ডুব দেয়
ওই আবেশ মাখা স্বপ্নপুর।
ফুল পাখিদের রঙ মিলিয়ে
নিজেকে সে খুব রাঙায়।
আলসে ধরে আপন মনে
হারিয়ে যায় সংগোপনে।
মনের মানুষ আছে মনে
আলগা ছোঁয়া অভিমানে।
ফেসবুক আর হোয়াটস্‌আপে
দূরত্ব আজ এক ফোঁটা নেই।
শরীর ছোঁয়ার উপায় জানা
মনখবরে রুচি নেই।
ব্যস্ত আমি ব্যস্ত তুমি
ব্যস্ত নেতা মন্ত্রীরা।
ছোট্ট শিশু দুধ পেলোনা
এসব লাগে ভ্যানতারা।
প্লাটফর্মে কার মা মরেছে
আমরা ভেবে করব কি?
আমরা আছি মহাসুখে
সকাল সন্ধ্যায় জুটছে ভাত।
চিকেন মটন কিম্বা চিংড়ি
ইলিশ কিম্বা রেজালা।
পাত ভরে রোজ দিচ্ছে
মা নাহলে বউয়েরা।
এরপর জাগে শখ আমাদের

BANGLADARSHAN.COM

আয়েশ করে লিখি।
মনের কথা ফোনের ভেতর
কিলবিল যে করে।
দুচার কথা লেখার পরে
মনের হতাশা মরে।
গাইছি, কেউ, নাচছি কেউ
বলছি কবিতা মন ভরে।
লাইকের বন্যা হলে
আত্মতুষ্টি প্রাণ ভরে।
এরপরেও থামতে নেই ভাই
স্ট্যাটাস দিতে হবে।
পরিযায়ী শ্রমিকের দুঃখে
আমার হৃদয় দুঃখে
আমার হৃদয় কাঁদে।
কেউ যেন ভুল না বোঝে
বুঝিয়ে দেওয়া চাই।
সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ
তাহার উপরে নাই।

BANGLADARSHAN.COM

সোহাগী আয়না ভালোবাসা পায়না

অনেক গুলো বসন্ত পেরিয়ে আজ
আমরা জীবন সায়াহ্ন,
আজও আমার মনে পরে আমাদের
প্রথম অপরাহ্ন।
মাঝে মাঝেই আমি সেই পুরোনো
দিনে ফিরে যাই,
আবছা আলোর স্মৃতির ভিড়ে
তোমায় খুঁজে পাই।
হালকা প্রেমের পাখনা মেলে স্বপ্নে
হারিয়ে যাওয়া,
আবার হঠাৎ করেই তোমার মাঝে
নিজেকে ফিরে পাওয়া।
ছিপছিপে সেই তন্বী মেয়েই আজকে
স্থূলকায়া,
তাতে কিছুই বদলায়নি, ভালোবাসা
হয়নি হাওয়া।
চামড়া অনেক কুঁচকে গেছে চুলে
ধরেছে পাক,
তাও তোমার ভালোবাসায় আসেনি
কোনো ফাঁক।
এখনো তুমি আমার হাতের
ডালভাতে বিরিয়ানির স্বাদ পাও,
আজও আমায় সুযোগ পেলেই
বুকেতে জড়াও।
যত্নে আমায় আগলে রাখো প্রথম
দিনের মতই,
আমার মাথা গরম হলেও শান্ত
থাকো ততই।

BANGLADARSHAN.COM

কে বলেছে ভালোবাসা উঠছে
রোজই জমে।
আমি চোখের আড়াল হলে এখনো
চোখে হারাও,
আমি হাজার রাগ দেখালেও
সোহাগে সামলাও।
তুলোয় মুড়ে রেখেছো আমায় করে
মনের মহারানি,
করছি আমি রাজত্ব হয়ে তোমার
হৃদয়ের রানি।
আজকে বুঝি ভালোবাসা নয় লোক
দেখানো অহংকার,
ভালোবাসাতে পূর্ণ আমি, তুমি
সবচেয়ে দামি অলংকার।

BANGLADARSHAN.COM

শ্যামার আবাহন

শ্যামা মায়ের আরাধনায় আজ শহর মেতেছে,
অথচ ঘরের কালো মেয়েটা রোজ অপমান সয়েছে।
রঙের ওপর যদিও তার ছিল না কোনো হাত,
তবুও সে নীরবে শুনেছে হাজার প্রতিঘাত।
স্বপ্ন পোশাকই যদি নারীর ধর্ষিত হওয়ার কারণ,
আবরণহীন আভরণহীন কালী মা কিভাবে পূজিত হন?
শ্যামা মায়ের রূপ দিয়ে জগৎ সংসার হয় আলো,
তবে ঘরের মেয়ের রূপ নিয়ে সমাজ
এতো কেনো কথা বলো?
স্বর্গের কালো মেয়ে ঘরে ঘরে পূজা পায়,
ঘরের কালো বধূর দুচোখ খালি গাল ভেজায়।
মাটির মূর্তির গলায় মুন্ডমালা শোভা পায়,
বাস্তবেতে পুরুষই সেই নারীকে রশিতে ঝোলায়।
মায়ের চিন্ময়ী আর মৃন্ময়ী রূপে জগৎ আলোকময়,
ঘরের মেয়ের কালো রূপই বিয়ের অন্তরায়।
মনের কালিমা ঘুচবে যেদিন প্রার্থনা সফল হবে,
গৃহের শ্যামাঙ্গী লক্ষ্মীও তার মর্যাদা ফিরে পাবে।

BANGLADARSHAN.COM

আলোয় ফেরা

নদীর মতো বহমানতা চেয়েছিলাম শুধু,
আমি এক ছোট্ট গাঁয়ের নিছক গৃহবধূ।
জন্ম থেকেই পরিচিতি নিজের স্বামীর নামেই।
হঠাৎ এখন ইচ্ছে জাগে নিজের পরিচয়ের লোভ,
তাইতো আজ সবার জাগে আমার প্রতি ক্ষোভ।
ছোট্ট থেকেই পড়াশোনায় ছিলাম আমি ভালো,
রং যদিও আমার ছিল বরাবরই বেশ কালো।
হাসি মজা খুশির মাঝেই কেটেছিল মেয়েবেলা,
এসবের মাঝেই হঠাৎ হল বিয়ে বিয়ে খেলা।
হাজার খানেক সম্পর্ক আর হাজার দায়ভারে,
আমার আমি সর্বক্ষণই গুমরে গুমরে মরে।
নিজের সখ সাধ, নিজের স্বপ্ন গলা টিপে মেরে ফেলেছি,
অন্যের খুশিতে খুশি হয়ে আমি দশটা বছর বেঁচেছি।
ভালো মা আমি হতে পারিনি ধৈর্য্য আমার নেই,
ভালো স্ত্রী কিম্বা ভালো বৌমার দাবীদারও হতে নেই।
সবার জন্য সবটুকু করে বদলে শুধুই নিরাশা,
দিনের শেষে আমার প্রাপ্তিযোগ একরাশ হতাশা।
একাকিত্বে ভুগেছি আমি একাকী কেটেছে রাত,
কখনও কেউ বাড়িয়ে দেয়নি ভালোবাসার হাত।
অনেক হল দিনের ইতি ফুরিয়ে এলো বেলা,
এবার শুধুই নিজের আমিকে খুঁজে নেওয়ার পালা।
নিজের গুণের জোড়ে শুধু পরিচিতি পেতে চাই,
পদবীহীন মানুষ হয়েই বাঁচতে এবার চাই।

BANGLADARSHAN.COM

লক্ষ্মী বন্দনা

তুলির টানে

আজকে নাকি লক্ষ্মী
পূজা বিশাল আয়োজন,
দুদিন আগেই এই বাড়িতে
হয়েছে গর্ভের লক্ষ্মী বিসর্জন।
প্রথম সন্তান মেয়ে হলে
সমাজে মুখ দেখানো দায়,
তাইতো সবার অলক্ষ্যেই
বৌমার গর্ভের পাপ বিদায়।
যেই বাড়িতে বিয়ের পরে
বৌয়ের পায়ের আলতা ছাপ পরে,
সেই বাড়িতেই কদিন পরেই
নরম গালে আঙুল ছাপ আঁকে।
সেই বাড়িতেও ধুমধাম করে
মা লক্ষ্মীর আরাধনা,
মা লক্ষ্মী অন্ধ নাকি
কিছুই দেখতে পায়না।
প্রতিদিন হাজার লক্ষ্মী
নীরবে ধর্ষিতা হয়,
শরীরের ধর্ষণ সহ্য হলেও
মনের ক্ষত রয়েই যায়।
যেই সমাজে ঘরের লক্ষ্মী
রোজ অবহেলার শিকার,
সেই সমাজে লক্ষ্মী পূজা
বড্ড হাস্যকর।
ঘরের লক্ষ্মী, গর্ভের লক্ষ্মী
যেদিন পূজা পাবে,
সেদিন মাটির মূর্তিতে
সত্যি প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে।

BANGLADARSHAN.COM

স্বপ্নের প্রেমিক

আমি এক দামাল প্রেমিক চাই।
উষ্ণ আলিঙ্গন যার, কাঁপিয়ে দেয় সারা শরীর।
যার আঙ্গুলে আঙ্গুল ছোঁয়ালেই,
সারা শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যায়।
তার চুলের ঘ্রাণ নিতে যাওয়ার স্পর্শে
অনুভূত হয়, এক অদ্ভুত উন্মাদনা।
যার ঠোঁট ছুঁতে চাওয়ার আকুতিতে মিশে থাকবে
এক অন্যরকম স্নেহের পরশ।
শরীর সর্বস্ব প্রেম না হয়,
হবে সেটা মন কেন্দ্রিক।
যার আদরে সোহাগ মিশে থাকবে শাষন নয়।
যার বিশ্বস্ত কাঁধে মাথা রাখলে এক
আকাশ নির্ভরতা পাওয়া যায়।
যার বুকে মুখ লুকিয়ে, দুফোঁটা
চোখের জল ফেলা যায় নিশ্চিন্তে।
যার কাছে আমার আমিকে, লুকিয়ে
রাখতে হবেনা মোড়কের আড়ালে।
‘ভালো আমি’র সাথেই, ‘খারাপ
আমি’টাও সমান গ্রহণযোগ্য তার কাছে।
এমন পৌরুষত্ব চাই যে আমি, পুরুষ
মানুষ সবাই হয়
আমাদের রক্তটাও বইবে একই
স্রোতে, তফাৎ শুধু শিরদাঁড়ায়।

BANGLADARSHAN.COM

অব্যক্ত জিজ্ঞাসা

ভোরবেলা তোর মিষ্টি ডাকে,
ঘুম ভাঙানো কাজ ছিল তোর।
অ্যালার্ম ঘড়ি বড্ড ক্লিসে,
পাখির ডাক ও লাগতো তেতো।
জীবন ঘড়ি ঘুরতো শুধু
অহরহ ভালোবেসে।
তুই কি খাবি কেমন আছিস?
এসব ভেবেই কাটতো প্রহর।
সারাদিনের হাজার ফোনে
বোঝাতিস বেঁচে থাকার মানে।
খেয়েছি কিনা পড়েছি কিনা?
নিজের যত্ন করছি কিনা?
হাজার খুঁটিনাটির খবর
যদি বলি দিতে মানা।
শুনবি কেন বড্ড অবুঝ,
চোখের জলে, ঠোঁট ফুলিয়ে
মনের খবর নিতিস জেনে।
ছেলেমানুষী, দস্যিপনা
চলতো তোর সমান তালে।
আবেগ ভালোবাসা দিয়ে
আঙুল ছুঁয়ে ভরসা দিতিস
ঠোঁটের ওপর ঠোঁট ছোঁয়াতিস।
আমার মনখারাপের কারণ হোতিস
আবার নিজেই রাগ ভাঙাতিস।
মানঅভিমান চলতো কত
আজ বোধহয় সব ভুলেছিস।
আজ যে তুই অন্য কারো

BANGLADARSHAN.COM

তাকে নিয়েই স্বপ্ন দেখিস।
তার চুলের ওই গন্ধ মেখে
এখন তোর প্রহর কাটে।
আমিও এখন ভালোই আছি,
মিথ্যে আশায় আর বাঁচিনা।
তোর অবহেলা গুলোতেও
আজকাল আর কাঁদি না।
তবুও জানিস গভীর রাতে
হঠাৎ তোকে পরলে মনে।
চোখ ভিজে যায় অঝোরধারায়।
বালিশ তখন কান্না থামায়।
তবে অভিমান আর করিনা
জানি আজ আর কেউ ভাঙাবেনা।
এতো কিছুর পরে ও তোকে
অল্পসল্প চাই।
কারণ ভালোবেসেছি
ভোলা কি আর যায়?
একটা প্রশ্ন মাঝে মাঝেই
মনের মধ্যে ঘোরে।
ভাবি তোকে বলেই দেব
একটা মিষ্টি ভোরে।
ওই মন ভালো আছিস?
প্রাক্তন কে ভুলে গেছিস?

BANGLADARSHAN.COM

অলীক বন্দনা

শোন মা এবার তুই আর
আসিস না এই মর্তে,
তোকে দেখেই যৌনতা
হয়তো জাগবে কোনো চিত্তে।
দেবী হোস কিম্বা জগৎজননী
দিন শেষে তুই নারী,
প্রহরের শেষে পুরুষের ডাকে
তোকে খুলতে হবেই শাড়ি।
একটা অসুর শেষ করেছিলি তুই
স্বর্গকুল কে বাঁচাতে,
হাজার অসুরে ছেঁয়ে গেছে আজ
ধ্বংস লীলা চালাতে।
মানুষ ই আজ নরকের কীট,
হয়েছে পশুর অধম
শিশু দেখলেও তাদের নাকি,
জাগে যৌনক্ষুধার ধুম।
নারী মানেই আজকে শুধু
নরম মাংসের লোভ,
সুযোগ পেলেই তাইতো পুরুষ
মিটিয়ে নিচ্ছে নিজের ক্ষোভ।
পুরুষ বন্ধু, কাকা, মামা
কিম্বা নিজের পিতা,
যত্ন করেই সাজিয়ে দিচ্ছে
নিজের মেয়ের চিতা।
বিশ্বাস তুই করে যাকে
বাঁধবি সুখের ঘর,

BANGLADARSHAN.COM

প্রয়োজন শেষে সেই মানুষ ই
করবে তোকেই পর।
স্বার্থের এই দুনিয়াতে আজ
সবাই নিজের বোঝে,
সুযোগ পেলেই পুরুষ
শুধুই নারীর শরীর খোঁজে।
পৃথিবীর এই পাকের মাঝে
আসিস না আর তুই,
কৈলাশের ঐ ঘেরাটোপে রেখে
আমরাও আজ নিশ্চিন্তে শুই।
বাঁচাতে পারিনি মনীষাকে আমরা
অকালে স্তব্ধ হয়েছে শ্বাস,
প্রতি মুহূর্তেই মায়ের গর্ভে
জমছে হাজার মেয়ের লাশ।
দূর থেকেই তুই আশীষ দিস
বাঁচুক পুরুষ প্রাণ ভরে,
নারী সঙ্গ ছাড়াই এবার
নিক নিজের জীবন গড়ে।

BANGLADARSHAN.COM

পূজার আমেজ

রেললাইন এর পাশে পাশে
আজও কাশের মেলা,
সময় শুধু বদলে গেছে,
বদলে গেছে খেলা।
নীল আকাশে আজও ভাসে
শরৎ মেঘের ভেলা,
মন টা শুধু খোঁজে না আর
দুঃখ ভোলার খেলা।
প্রকৃতি ঠিক তেমনি আছে
যেমন ছিল আগে,
এখনো ঠিক নিয়ম মেনেই
দূর্গা মা যে আসে।
ছোট্ট বেলার আবেগগুলো
ভীষণ অন্যরকম,
একটা মিষ্টি কাঠিলজেন্সেই
মনখারাপটা খতম।
পূজার আগের নতুন জামায়
পূজোপূজো গন্ধ,
রোজই কেবল দিন গোনা
কবে হবে স্কুল বন্ধ।
এখন হয়তো অঢেল পোশাক
না চাইতেই পাই,
ছোট্টবেলার সস্তা জামার
সুখ খুঁজে না পাই।
এখন আমরা শপিং করি
Ultra modern স্টাইল,
তাইতো আর পাইনা খুঁজে

BANGLADARSHAN.COM

পূজার কেনাকাটার
মুখ ভরা স্মাইল।
পূজার রাতে রোজ ই মেনু
এগরোল আর চাউমিন,
একটু চোখের ইশারাতে
পূজা প্রেম ও রঙিন।
নবমী রাতে খিচুড়ি
জমে যেতো জাস্ট,
ভাষান ডান্সে চিরকাল
বাঙালি কাঁপাবে মাস্ট।
এখন পূজার বিরিয়ানি খাই
তাও বড্ড মেপে,
কখনও বা পিৎজা মোমো
তবে আনন্দটা ফিকে।
হেঁটে হেঁটে ঠাকুর দেখা
ঠাকুর গোনার ধুম,
সারারাতের ঘোরাঘুরি
সকাল বেলায় ঘুম।
এখন পূজো মানেই মাল্টিপ্লেক্স
আর নেশা নেশা ঘোর,
ম্যাডক্স স্কোয়ার আড্ডাতেই
রাত কেটে হয় ভোর।
প্রতি বছর ঢাকের তালে
একই বোল ওঠে,
দশমীতে বিসর্জনের
বিদায় বাদ্যি বাজে।
এখন হয়তো ঢাকের তালে
হঠাৎ কোমর নাচে না,
বিদায় বাজনা শুনে হয়তো
চোখের কোণটা ভেজে না।

BANGLADARSHAN.COM

পূজা ছিল পূজা আছে
সারাজীবন থাকবে,
আবেগগুলো হয়তো রোজই
একটু করে বদলাবে।
তবুও হঠাৎ ইচ্ছে করে
ছোট্টবেলায় ফিরে যাই,
ডাকের সাজের প্রতিমাতে
নিজের মাকে খুঁজে পাই।
সকাল থেকেই হইহুল্লোর
ক্যাপ বন্দুক আর আলুকাবলি,
বিজয়া তে প্রণাম সেরে
নারকেল নারু আর কোলাকুলি।
দুর্গামায়ের কাছে বিশেষ
চাওয়ার কিছুই নাই,
মনটা সবার শিশুই থাকুক
এই প্রার্থনা জানাই।

BANGLADARSHAN.COM

স্বপ্ন দেখি

নাম না জানা মন খারাপ তাদের ও তো হয়,
তারাও তখন কারোর কাছে ভেঙ্গে পরতে চায়।
দিনের শেষে তারাও খোঁজে নিশ্চিন্ত আশ্রয়,
ছেলে বলেই কেউ কোনোদিন দেয়নি তাদের প্রশ্রয়।
হঠাৎ কোনো মনখারাপে তাদের ও চোখ ভেজে
কোন্ দিন আর সেই চোখের জল অন্য কেউ খোঁজে।
পরিবারের সবার মুখে সদাই হাসি ফোটায়,
তাইতো তাদের কাজের মাঝেই জীবন কেটে যায়।
কাছের মানুষ হারিয়ে ফেলায় ভয় তাদেরও হয়,
সখের মানুষ তারাও বড্ড আগলে রাখতে চায়।
যেই মানুষটা ভিড় বাসেতে তোমাকে সামলায়,
কিম্বা নিজের সীটে যত্ন করে স্ত্রীকে বসায়,
সেও কিন্তু পুরুষ মানুষ ক্লান্ত কিন্তু সেও হয়,
তাও সে সবার আগে নিজের দায়িত্ব সামলায়।
বৌ পেটানো পুরুষ মানুষ কিম্বা ইভটিজার,
এদের নিয়েই নয়তো শুধু আমাদের সংসার।
বাপি, ভাই, স্বামী কিম্বা ছেলে বন্ধুরা,
মিলিয়ে দেখো এরাও কিন্তু তোমার কাছে অহংকার।
ধর্ষকের মাঝে পুরুষ মানুষ খুঁজতে যাওয়া বৃথা,
অসুর রূপী অমানুষরা শুধুই ইতিহাসের গাঁথা।
নারীও নয় কলঙ্কিনি, সব পুরুষ নয় ধর্ষক,
লিঙ্গ বৈষম্যের বিষটা নাহয় এবার মুছে যাক।
মেয়েমানুষ আর পুরুষমানুষ এই
খোলোস গুলো ভাঙ্গুক,
দিনের শেষে সবাই শুধুই মানুষ হয়েই বাঁচুক।

BANGLADARSHAN.COM

অতৃপ্ত শৈশব

কতদিন আর ঘরের কোণে
লুকিয়ে থাকা যায়,
স্কুলের জন্য মনটা ওদের
বড্ড ছটফটায়।
হুড়োহুড়ি আর দুষ্টুমি তে
কাটতো সুখের বেলা,
এখন শুধুই ঘরের মাঝে
অলস প্রহর গোনা।
বন্ধু রা সব হারিয়ে যাচ্ছে
অনিশ্চিত এই জীবনে,
সবাই আজ ফিরতে চায়
গতিময়তার জীবনে।
ভোরের বেলা ঘুম ভাঙা টা
যদিও কঠিন ছিলো,
আজ মনে হয় ঐ দিনগুলো
সবচেয়ে ভালো ছিলো।
টিফিন ভাগাভাগি আর,
বোরিং প্রেয়ার লাইন,
এখন শুধুই মনে হয়
ওটাই ছিলো ফাইন।
বন্ধুদের খুনসুটি আর
ম্যাডাম দের চোখ রাঙানি,
এসবের অভাবে আজ
মনটা ভীষণ অভিমানী।
গরমের ছুটি, পূজার ছুটি
এসব আজ অতীত এখন,
দমবন্ধ পরিবেশটাই

BANGLADARSHAN.COM

বেঁচে থাকার একমাত্র মূলধন।
ফিরে পেতে চায় শিশুরা আবার
চিরন্তন সেই স্কুলের দিন,
New normal life টা
মেনে নেওয়া বড্ড কঠিন।

BANGLADARSHAN.COM

অন্ত্যমিল নেই

দুদিনের মিষ্টি কথা,
পাশে থাকার ভরসা দেওয়া
এসব ভীষণ মেকি এখন।
আজ এ ডালে কাল ওডালে
এটাই ভীষণ ট্রেন্ড এখন।
মানুষ খালি স্বপ্ন দেখায়
স্বার্থ ফুরালে স্বরূপ দেখায়
মনের মানুষ খুঁজে পেতে
কারো জীবন কেটে যায়।
আর কেউ নিজের ইচ্ছেতেই
মনের মানুষ কে হেলায় হারায়।
স্বার্থপরতা আজ রক্তে মিশেছে
মানুষই বিষধর সাপ
অন্যকে ঠকানো মানুষগুলো
কুড়োক অভিশাপ।
দুঃখ পাওয়া মানুষটা
একদিন ঠিকই বাঁচবে,
মনের মানুষ এসে
ক্ষতে প্রলেপ লাগাবে।
যে মানুষটা ঠকিয়ে গেল
সে কি ভালো থাকবে?
যদিও ঠাকুর মানিনা আমি
তবুই ভীষণ চাই
ভালোবাসাহীন জীবন কাটাক
একাকী নিঃসঙ্গ।
মৃত্যু তার নাই আসুক
বাঁচুক বছর একশো

BANGLADARSHAN.COM

একা থেকেই বুঝুক এবার
একা থাকার কষ্ট।
না কাটলেও যে রক্ত ঝরে
মনের অন্তরে
অন্তরহীন মানুষটা
সেটা বুঝবে কেমন করে?
স্বপ্ন দেখিয়ে যে মানুষটা
মুহূর্তে স্বপ্ন ভাঙে
স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা টা
সে জানবে কেমন করে?
কাছের মানুষ দুঃখ দিলে
সহ্য করা দায়,
মনের তপ্ত দাবানল
নেভাবে কোন উপায়?
আসল ঠকে সেই মানুষটাই
সে ঠকিয়ে যায়
দিনের শেষে সেই
থাকবে সবচেয়ে অসহায়।
সবাই প্লিজ আগলে রাখো
মনের মানুষটাকে,
প্রহর শেষে যেনো ফিরতে পারো
নিশ্চিন্ত ঠিকানাতে।

BANGLADARSHAN.COM

মনের আবডালে

হাজার ভিড়ের মাঝে
আজও আমি একা,
কেবল হয়না শুধু
তোর সাথে দেখা।
নিজের সাথেই রোজ
একলাটি পথ হাঁটি,
কখনও বেখেয়ালে হঠাৎ
তোর নাম ধরে ডাকি।
শূন্যতাকে সঙ্গী করে
হাজার মনের আবডালে,
আমিও বেশ ভালো আছি
মুখোশের আড়ালে।
সকল দিনের ক্লান্তি শেষে
রাতের কাছে আসি,
এখন আমি নিঃসঙ্গতা
খুবই ভালোবাসি।
দুপুর রোদেও মনের মাঝে
ঝাপসা কুয়াশা,
আজ ভালোই বুঝতে পারি
তোর মিথ্যে কাছে আসা।
বিশ্বাস কর আজও আমার
নেই কোনো অভিযোগ,
ভালোবাসার মানুষ তুই
থাকতে নেই অনুযোগ।
মুক্ত হতে চেয়েছিলি
হাত ছাড়লাম তাই,
আমি থাকি একাকিনী

BANGLADARSHAN.COM

তোর সঙ্গে থাকুক রাই।
রাধাকৃষ্ণের সুখের স্মৃতি
হৃদয় থেকে মোছেনা,
সব প্রেমের পরিণতি
বাস্তবেতে ঘটেনা।
পরজন্ম আছে কিনা
এখনো তো জানিনি,
সেই জন্মের অপেক্ষায়
থাকবে তোর মহারানি।

BANGLADARSHAN.COM

ভালোবাসার প্রতীক্ষা

গোটা একটা সপ্তাহ জুড়ে
চললো শুধুই ভালোবাসা পালন,
অথচ আমাদের দেখা করার
আমরা খুঁজেই পাইনি কোনো কারণ।
ছুঁয়ে দেখা হলোনা আঙ্গুলের স্পর্শ
গন্ধ নেওয়া হলোনা শরীরের,
যুগের সাথে তাল মিলিয়ে
চকোলেট, টেডিবিয়ার আদানপ্রদানও
বাকি থেকেই গেল।
পালন করা হলোনা চুমু খাওয়া
কিম্বা জড়িয়ে ধরার দিনটাও,
নিদেনপক্ষে একবার 'ভালোবাসি' কথাটাও
হয়তো উহ্যই থাকলো।
তাতে ভালোবাসা কমে গেলো কি?
ভালোবাসা আমার কাছে ধন্যাত্মক শব্দ
প্রতিদিন সুদের মতন বাড়তেই থাকে।
এজন্মে জমুক সমস্ত সুদ
পরের জন্মে আমি সত্যি সত্যি
তোমার মহারানি হবোই,
সবচেয়ে বেশি ঐশ্বর্য্যের অধিকারী।
আসল ভালোবাসা, সুদের ভালোবাসা
সব সবটুকুই শুধু আমার
আর কারোর সাথেই ভাগ করতে
রাজী নয় তোমাকে সেই জন্মে।
একটি সপ্তাহ নয় সারা বছরই
চলবে আমাদের ভালোবাসার মরসুম,
কখনও ছোট্ট ছোট্ট খুনসুটি

BANGLADARSHAN.COM

আবার কখনও মাখোমাখো প্রেম।
ভালোবেসেই কাটবে প্রহর
ভালোবেসেই হবে রাত কেটে ভোর,
তখন শুধু তোমার ওপর
থাকবে আমার একার জোড়।
এই জন্মেই জানিয়ে রাখছি
মনের সকল আবদার,
সব দায়িত্ব নিতেই হবে
আমার মনের চাহিদার।
চুক্তিপত্রে সই করে
রেখো তুমি এইবেলা,
আমার হৃদয় সঙ্গী হবে
থাকবে সারা বেলা।
কি গো সাজাবে তো
আমার জন্য ভালোবাসার সৌন্দর্য্য
গড়ে দেবে তো আমার জন্য
ভালোবাসার সাম্রাজ্য।
তোমার জন্যই সাজবো আমি
রাধাই হবো, নয় রুক্মিণী,
পরজন্মে আমিই হবো
তোমার মনের মহারানি।

BANGLADARSHAN.COM

অবাঞ্ছিতা

কেন এই বরণ ছিল
কেন যে প্রত্যাখ্যান
হিসেব টা আজও
মেলাতে পারিনি।
অনেকটা আপন করেও
দূরে ছুড়ে ফেলাটা,
মন থেকে এখনো
মেনে নিতে পারিনি।
ছিলাম অতি সাধারণ
তাতেই ছিলাম ভীষণ খুশি,
বিশ্বাস করো আমি চাইনি
তো কোনোদিন বেশি।
স্নেহভরা আদর আর
একটু ভালোবাসা,
এটুকুই দাবি ছিল
ছিল মনের আশা।
কি জানি কোন দোষেতে
আজকে আমি ভীষণ অপরাধী,
খুব বেশিদিন সুখের কপাল
লেখেন নি যে বিধি।
আমি সরে গেলেই হয়তো
ফিরবে খুশি, হবে সব সদয়,
এই সুখ সাম্রাজ্য থেকে
একদিন নিতেই হবে বিদায়।

BANGLADARSHAN.COM

রঙহীন আমি

শীতের শেষে বসন্ত এলো,
লাল আবির মেখে
শিমুল পলাশ এলো
লজ্জা রাঙা হয়ে,
কৃষ্ণচূড়ায় রঙও ধরলো।
কিন্তু আমার জীবন
সেই বড্ড বেরঙিন
শুধু একটা নিজের তুই
এর অভাবে আমার জীবনে
কোনোদিনই বসন্ত আসেনা।
খরে যাওয়া নদী তীরের মত
প্রতিদিন জীবন থেকে কমছে
একটি করে দিন।
বহুদিন নিজের মুখটা
আয়নাতে দেখা হয় না।
ভরা বসন্তে যে নারী
প্রেমহীনা, একাকিনী
তার চেয়ে অভাগিনী
বোধহয় দুনিয়ায় নেই।
শীতের অন্তিমে প্রকৃতি সাজছে
নতুন পাতায় নতুন কলেবরে।
আমার আর সাজা হয়না
কার জন্য সাজবো?
মিষ্টি করে সাজার পর
অপলক দৃষ্টিতে কেউ
তাকিয়েই দেখে না যে,
আবার সেই পুরানো আমি টার

BANGLADARSHAN.COM

প্রেমে নতুন করেই পড়ে না যে।
আমার লিপস্টিকে ভাগ বসানোর
দাবিদার আজ নেই আর,
তাই বসন্ত উৎসবের
লাল নীল হলুদ কোনো রঙ ই
আজ রাঙায় না আমায়।
তাই বসন্ত আসলেও
প্রেম আসে না,
রঙহীন জীবনে ফাগুনের
আগুন রঙের বাতাস আসেনা।
আজ সত্যি সত্যি আমার
প্রেমে পড়া বারণ,
আমার একা থাকার ইচ্ছেটাই
তার একমাত্র কারণ।

BANGLADARSHAN.COM

সমকক্ষ

একা থাকতে চাওয়া
নয়তো কোনো অপরাধ,
তবে সকলের এই কথাতে
কেনো এতো প্রতিবাদ?
বড়ো হলে শেষ হলেই পড়া
হয়ে যায় না মেয়ে অরক্ষনীয়া,
দাওনা থাকতে নিজের মতই
চায়নি তো তারা কারোর দয়া।
মেয়েরাও মানুষ সবার মতই
পাক না তারা নিজের অধিকার,
দাওনা একটা সুযোগ
ওদেরও কিছু করে দেখাবার।
দায়িত্ব তারাও নিতেই পারে
সাবলম্বি হওয়ার প্রতীক্ষা,
মানুষ হয়ে দেখাবে তারাও
একটু শুধুই অপেক্ষা।
মেয়েদের আজ দুর্বল ভাবা
সত্যি বড় নিষ্প্রয়োন,
সর্বক্ষেত্রে রাখছে তারা
নিজের কাজের নিদর্শন।
ডাক্তারি থেকে আকাশ পাড়ি
সব জায়গায় বিরাজমান,
ছেলেদের পাশে মেয়েরাও আজ
সব উচ্চতায় দন্ডায়মান।
সব মেয়েদের পাশে একজন
পুরুষ মানুষ চাই,
এই ধারণাটা এবার বদলাবার

BANGLADARSHAN.COM

সময় এসেছে ভাই।
বিয়েটাই জীবনের শেষ কথা নয়
নয় তো চিরন্তন সত্য,
সমাজে তাদের অনেক অবদান
মেয়েরা আজ নয় ব্রাত্য।
মেয়েরা এখন খোলশ ভেঙেছে
আর তো পায়না ভয়,
একা থেকেও মেয়েরা এবার
দুনিয়া করবে জয়।

BANGLADARSHAN.COM

অপেক্ষার প্রহর

প্রেমিকা হতে চেয়ে ছিলাম
বাকি সব পরিচয় গুলো
আলগোছে সরিয়ে রেখে।
ভেবেছিলাম তোর নয়নের
নয়নমনি হয়ে রয়েই যাবো
সারাজীবন তোর আদর মেখে।

বাস্তবটা অনেক কঠিন
সত্যি করেই বুঝিনি,
আজ নয় কাল চলেই যাবি
জানলেও অবুঝ মনটাই মানেনি।

আজ তোর আকাশে অন্য ধ্রুবতারা
আমার আকাশ অন্ধকার,
হয়তো তোকে ভালোবাসার
এটাই আমার পুরস্কার।

আজকাল তোর স্বপ্ন জুড়ে
নতুন পরির আনাগোনা,
ফুরিয়ে যাওয়া আমির সাথে
তাই নেই আর চেনাশোনা।

তোর কলম এখন ভীষণ দামি
আমার চরিত্র আঁকে না,
হয়তো এতোকিছুর ভিড়ে
আমার মুখটাই ভাসেনা।

সবকিছুর মাঝে আমি
আজ সবচেয়ে কমদামি,
দিনে দিনে তোর সুনাম
আজ হচ্ছে উর্ধগামী।

BANGLADARSHAN.COM

তুই ভালো থাকলেই
হয়তো আমি থাকবো ভালো,
নাহয় আমি রয়েই গেলাম
তোর অতীতের কালো।

দিন গোনা টা রোজই চলে
কেটে যায় প্রহর অপেক্ষায়,
বইছে সময় ক্লান্ত মনে
মহারানি আজ মৃত্যুর প্রতীক্ষায়।

BANGLADARSHAN.COM

অপূর্ণ ইতি

সেরাত্রে অঝোর ধারায়
বৃষ্টি এসেছিলো
তীরের মতন বৃষ্টিকণা সমস্ত শরীর
চুপচুপে করে ভিজিয়েওছিলো
কিন্তু মনের দেওয়াল
ভেজাতে পারলো কই?

অকাল শ্রাবণ এলো
মনখারাপি বারিধারা নিয়ে
তাপে শুধু দগ্ধই করলো
বৃষ্টির শীতলতা দিয়ে
চাতকের শুষ্ক ঠোঁট
ভেজাতে পারলো কই?

BANGLADARSHAN.COM

আবার সেরাত্রে ঝড় এলো
উথালপাতাল করা হাওয়াও বইলো
সব ভালোবাসার মানুষের
মনেও বুঝি দোলা লাগলো,
তবে নাম না জানা মনখারাপ
দূর করতে পারলো কই?

ঝড়ের দাপট শুধুই বুঝি
আমার বুকেই হাপর মারে,
তোমার হৃদয়ের শক্ত আগল
অতি যত্নেই টিকে রইলো,
তবে ঝড়টা আমায় সোহাগ দিয়ে
শান্ত করতে পারলো কই?

তুমিও পথ ভুলে এসেছিলে
ভুলেছো যদিও আজ

তবুও চাই তোমার ভালো হোক,
তোমাকে ভুলতে চেয়ে
প্রতিটি দিন কাটাই
রোজই আমার পর্বতসম শোক।

BANGLADARSHAN.COM

অবহেলা

খুব যতনে আগলে রাখি
তাই কি এমন করিস,
আমি এখন পথের কাঁটা
মুখ ফুটে তুই বলিস।

তুলোয় মুড়ে রাখতি যখন
বড্ড আপন করে,
সেই দিনগুলোর কথা আজ
ভীষণ মনে পড়ে।

একটু চোখের আড়াল হলেও
কিভাবে ব্যাকুল হোতিস,
সেসব স্মৃতির কথা আজ
কতো সহজে ভুলেছিস।

BANGLADARSHAN.COM

ঘণ্টা মিনিটের হিসেব মেনে
সময় বদলে যায়,
মানুষের মন বড্ড বেহিসেবি
হিসাব মেলানো দায়।

কল্পনা মাখা রূপকথাতে
আজ মিশে আছে অস্বচ্ছতা,
জীবন দাঁড়িয়ে দুনৌকাতে
মুখোমুখি কঠিন বাস্তবতা।

ভীষণ বোকা হয়তো আমি
ভালোবাসা করতে পারিনি আদায়,
তাইতো তোর জীবন থেকে
আজ নীরবে নিলাম বিদায়।

॥সমাপ্ত॥